

কর্মবাদী বৌদ্ধ দিগন্ত বড়ুয়া

ভিন্নমতের খান বদদার লেখাটি দেখেই লিখতে চেষ্টা করা। কর্ম ও কর্মান্তর বাদ এবং জন্ম ও জন্মান্তর বাদের উপর ভিত্তি করেই বৌদ্ধ ধর্ম। কর্মবাদী বৌদ্ধরা ধর্মান্তর বাদী নয়। বুদ্ধ মতবাদে মানুষের যতক্ষণ পর্যন্ত তৃষ্ণা ক্ষয় না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই প্রাণ জন্ম নেবেই। বিভিন্ন প্রাণী হয়ে। কেননা কর্মের ফলে। যেমন কর্মটি করেছিল সেই প্রাণীটা, ঠিক তেমন একটি জুৎসই প্রাণী কুলে সেই প্রাণটা জন্ম নেবে।

বংশানুক্রমিক ভাবে আমি বৌদ্ধ। তো এই জন্মান্তর বাদে একবার আমার কি হলো দেখেন। তখন স্বর্গে আমার অনেক দিন। কাজ কাম নাই। স্বর্গ সুখে বসে বসেই দিন যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে খেয়াল করতাম, কিছু মানুষ স্বর্গে আসে আবার কয়েক দিনের মাথায় চলে যায়। যারা স্বর্গের স্থায়ী বাসিন্দা তাদের ঘর বাড়ি সবই আছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এই কিছু সময়ের জন্য যারা স্বর্গে আসছে তাদের নিয়ে। তারা ঠিক মত খাবার দাবার ও ঘুমানোর বিভিন্ন সমস্যায় পরতে দেখে আমি ভাবলাম একটা রেস্তুরেন্ট কাম ঘুমানোর ঘর খুললে কেমন হয়। যেই ভাবা সেই কাজ। আমি একটি জায়গা লিজ নিতে আমাদের স্বর্গের এলাকার চেয়ারম্যান বাবু দেবরাজ ইন্ডের কাছে আমার মনো বাসনার কথা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন তুমি তো জানো স্বর্গে মানুষ আসে কর্মের ফলে। সৎ কাজের ফলে। সৎ কাজ করলেই এই অঞ্চলে আসা যায় নয়তো তাদের নরকদেশে পাঠানো হয়। তুমি রেস্তুরেন্ট করে এলাকাটা কি গাঙ্গা করে ফেলতে চাও? আমি বললাম বাবু দেবরাজ ইন্ড আমি কথা দিচ্ছি আমি এই এলাকার সুখ শান্তির কথা মাথায় রেখেই আমার প্রতিটি কাজ করব। তাছাড়া আমি তো মাস গেলেই আপনাকে একটা সম্মানী দিচ্ছি। সম্মানীর কথা শুনে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন, তাও সর্ত সাপেক্ষে। সর্ত হলো যারা ক্ষণ কালের জন্য স্বর্গে আসে তারা যদি কাজ করতে চায় তবে তাদের কাজ দিতে হবে, যেন তারা কোন বিপদে না পরে, সমস্যায় পতিত না হয়। কেননা আফটার অল তিনি স্বর্গের প্রভু দেবরাজ ইন্ড না !! উনার তো প্রাণীর কল্যানের কথা মাথায় রেখেই সব কাজ করতে হয়।

অনুমতি যখন পেলাম তখন এবার আমার রেস্তুরেন্ট ও একটি থাকার ঘর বাঁধার পালা। যথা সময়ে আমি রেস্তুরেন্ট থাকার ঘর বেঁধে তৈরী করে নিলাম। এবার স্টাফ নিয়োগের পালা। স্বর্গে মাত্র কয়েকটি ভাষায় কাগজ পত্র প্রকাশ হত তখন আমার এলাকায়। যেমন পালি ভাষা, সংস্কৃত ভাষা, ইংরেজী ভাষা ও আরবী ভাষায়। তবে সব ভাষা গুলো মিলিয়ে একটি নামেই সব কাগজ গুলো বের হতো। কাগজটির নাম ছিল দৈনিক স্বর্গ বার্তা। আমাদের স্বর্গ এলাকার মানুষ গুলো এত অলস ছিল যে কি আর বলবো। তাদেরকে ডেকে এনেও কাজে লাগাতে পারিনি। তবুও দুই চারজনকে যে কাজে লাগাই নি তা নয়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বর্গের টুরিস্টদেরকে কাজে নিতে হল। একবার ভরা ভ্রমণের মৌসুমে স্বর্গে গেল কৃষ্ণ ও রাধা। তাদেরকে প্রথমে থাকার ঘরে নিয়ে যাবার কয়দিন পরেই আমাকে বলল ভাই একটা কাজ জোগার করে দিতে পারলে বড় উপকার হতো।

তার ও কয়দিন পরে পরে মোহাম্মদ, যিশু ও বুদ্ধের আমলের অম্মপালী গিয়ে হাজির স্বর্গে। কোথায় থাকবে? ঐ আমার আখড়ায়। আমি তো বানিয়েছিই আমার বানিয্যালয় এই রকম মক্কেলদের জন্য। যথা সময়ে সবাই আমার কাছে কাজের জন্য হাজির। আমি ও তাদের সবাইকে কাজে নিয়ে নিলাম। তবে কাজে নেবার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমরা কে কি জানো। সবাই বলল আমরা তো মানুষের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়ে খেয়ে চলেছি সারা জীবন। তাই আমরা আপনার মক্কেলদের পটাতে পারবো সহজে। আমি ও বললাম সাব্বাস বেটারা। আমি তো চাইই তোদের মত কর্মী। এক সময় চারিদিকে আমার খাদ্যালয়ের বেশ সুনাম হয়ে গেল। একদিন স্বর্গের চেয়ারম্যান বাবু দেবরাজ ইন্দ্র খবর পাঠালেন যে তিনি আমার খাদ্যালয়ে খেতে আসবেন তার পাইক পেয়াদা নিয়ে। আমি জানতে চেয়েছিলাম কি কি খাবেন। তিনি বললেন মনুষ্য মাংস ব্যতিত সব মাংসই খেয়ে দেখবেন। আমি ও ঠিক সেই ভাবেই যোগার যন্ত্র করলাম। যথা সময়ে আমার কর্মী বাহিনী আসন বিসন ঠিক ঠাক করে রাখলেন। এমন সময় ইন্দ্র বাবু তার পাইক পেয়াদা নিয়ে ঢোলে ডকরে (ঢোল বাদ্য নিয়ে) আমার রেষ্টুরেন্টের দিকে আসছেন। যতই কাছাকাছি আসছে তারা ততই ঢোলের বাদ্য বেশী শোনা যাচ্ছে। এই শব্দ শুনে আমার স্টাফ মোহাম্মদের সে কি বিরক্তি, বলে শেষ করা যাবে না। আমি যেহেতু এই খাদ্যালয়ের মালিক তখন আমার চোখতো সব কিছুর উপর খাড়া। কে কি করছে সব কিছু নখে দর্পনে হিসাব রাখি। তার এই বিরক্তি দেখে যিশু জিজ্ঞাসা করলো কি রে বেটা মোহাম্মদ। তোর এত নাক ছেটানির কারণ কি? চল কাজ শুরু হবার আগে গিয়ে একটি পাতার বিড়ি খেয়ে আসি। সেই ফাকে তোর কথা ও শোনা যাবে। বিড়ি খেতে গিয়ে দেখলো অম্মপালী ও কৃষ্ণ ও বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে। তখন যিশু আবার কথা তুলল, বল এবার তোর কথা বল। মোহাম্মদ বলতে শুরু করলো, আমি সারা জীবন আরবের মানুষদেরকে বলে আসলাম গান বাদ্য শুনবিনা, আর এখানে এসে আমাকেই সেই বাদ্য গান শুনতে হলো আজকে। হয় হয়রে আমার তো সব গেল। এই কথা শুনে যিশু বলে উঠল ওহ সেই কথা? আরে বেটা আরবের বালিভূমিতে পানি আর খানা খুজতে খুজতে পেরেশান হয়ে একজন আরেক জনের সাথে মারামারিতে লেগে থাকতি তো তোর আর গান শোনার সময় কোথায় ছিল। তুই যেটা করতে পারিস নাই সেটা ঐ এলাকার সাধারণ নির্বোধ মানুষের উপর চাপাইয়া দিয়েছিলি। বেটা গদ্দভ কোথাকার। গদ্দভ বলার সাথে সাথে অম্মপালী ফিক করে হেসে দিল। এই হাসি দেখে মোহাম্মদেরতো মাথা খারাপ হবার অবস্থা। মোহাম্মদ তখনই বলে উঠলো জানো অম্মপালী তোমার মতো আমার অনেক বৌ ছিল। যোয়ান, বাচ্ছা, বুড়ি, এক কথায় কিচ্ছিমের কিচ্ছিমের। এই কথা বলতে বলতে মোহাম্মদের চোখ খাড়া হয়ে গেল অম্মপালীর দিকে। এই দেখে কৃষ্ণ বলে উঠলেন এই মোহাম্মদ একটু আস্তে। বস দেখলে ও জানলে অবস্থা বে গতিক হবে। তখন মোহাম্মদ সাথে সাথে বলে উঠলো, বেটা কৃষ্ণ তুমি করো নাই মামীর সাথে ফস্টি নস্টি? এই কথা চলতে চলতে কখন যে বাবু দেবরাজ ইন্দ্র খেতে বসে গেলেন তার খেয়ালই ছিল না এই চার জনের। ওয়েটাররা অর্ডার নিয়ে ফেললো, খানা রেডী। এমন সময় রান্না ঘর থেকে বেল বেজে উঠলো। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে আমার এই চার জন খাদ্য বাহী স্টাফ দিল ভেঁ দৌড় রান্না ঘরের দিকে। গিয়ে লাইনে দাড়াতেই পাঁচক বলে উঠল ভাইয়েরা খানা গুলা নিয়ে যাও। তখন

মোহাম্মদেরা জিজ্ঞাসা করল এটা কোন ডিস। তিনি বললেন এই গুলা শুকরের মাংশের তরকারী। ব্যাস। মোহাম্মদ বলল ভাই সারা জীবন আমি মানুষকে বলে আসলাম শুকরের মাংস খাবি না। আর এই কাজে এসে আমাকে দিয়ে শুকরের মাংস বহন করাবেন। কৃষ্ণ ও বলে উঠল ভাই আমাকে অন্য খানা গুলো দিন আমি সে গুলোই নিয়ে যাব। অগত্যা কি আর করা যিশু ও অম্লপালী মিলে শুকরের মাংসের ডিস নিয়ে গেল। এবার গরুর মাংসের ডিস আসবে। এইনা দেখে কৃষ্ণ বলল ভাই সারা জীবন গরুর মাংসের মত দেবতার মত জানলাম। সেই প্রাণীর মাংস মানুষকে খাওয়াইতে নিয়ে যাব? না ভাই আমাকে অন্য কিছুই দিন আমি সেই গুলোই নেই। খানাপিনা তো গেল। সারা দিন খেটে খুটে হয়রান সবাই। তখন স্টাফ দেব খানা দেয়া হল সেই দিনের সব ডিসের অবশিষ্ট যা বেচে ছিল তা। শুকরের মাংস গরুর মাংস ইচ্ছা মত খেল মোহাম্মদ ও কৃষ্ণ মিলে। তেমন বাকীরাও খেল। কৃষ্ণ ও মোহাম্মদ বলতে শুনলাম বেশ ভালো হয়েছে এই ডিসগুলো। কৃষ্ণ ও বলল একই কথা। তখন আমি বললাম আরে বেটা, ওই গুলা ছিল শুকরের মাংস ও গরুর মাংস। তখন মোহাম্মদ ও কৃষ্ণের লাফালাফি কে দেখে। এমন সময় মোহাম্মদ বলল আমি যে দিকটারে ভেসে বলে সেই দিকটায় যাব। সেখানে গেলে হুরেরা আমার কত্ত সেবা আত্তি করবে। আমি বললাম আমি ও এই দেশে বেশীদিন না। তবে তোমাকে বাবু দেবরাজ ইন্দ্র বলতে পারবে সেটা কোন দিকে। যে কথা সেই কাজ। সে দেবরাজ ইন্দ্রের দিকে ছুটল। দেবরাজ ইন্দ্র তার কথা মনযোগ দিয়ে শুনে বলল বাচা, তোমাকে এই আজগুবি কেছাটা শুনিয়েছিল কে? তখন মোহাম্মদ আমতা আমতা করে বলল আমি আল্লার সাথে দেখা করেছিলাম একবার। আরো কত্তকথা শোনাল দেবরাজ বাবুকে। সব শুনে বাবু বললেন তুমি যাকে দেখেছিলে বলেছ সে ছিল তোমার মনে ভুল। তুমি হয়তো খানা পিনা খুজতে খুজতে মাথা ঘুরিয়ে পরে গিয়ে আজগুবি স্বপ্ন দেখেছিলে। আর সেই আলতু ফালতু স্বপ্নের কথা সাধারণ নিরীহ মানুষকে বলে তুমি দলবল নিয়ে খানা পিনা খুজতে ও গায়ের জোর দেখাতে মারামারি কাটাকাটি করেছ। মনে পরে তোমার ? তখন তার একে একে সব স্মৃতি মনে পরতে লাগলো। তখন দেব বাবু বললেন যে যে কাজ করে সে সেই কাজের ফল পায়। এটা স্বর্গের নিয়ম। তোমার সেই পাপের ফল হবে পরবর্তি কোটি কোটি সশ্রাব্দ জীবন শুকর জন্মে শুকর হয়ে থাকতে হবে। মোট কথা পৃথিবীতে যত দিন শুকর প্রাণীটি থাকবে তত দিন তোমাকে শুকর থাকতে হবে। তোমার জন্ম হবে, বড় হবে, একদিন তোমাকে তোমার গৃহকর্তা কেটে বাজারে বেচবে। এভাবে তুমি দিন কাটাবে। এটা তোমার পাপের ফল। কর্মের ফল। তখন মোহাম্মদ জিজ্ঞাসা করল এত প্রাণী থাকতে আমি শুকর হব কেন? তখন দেব বাবু বললো, তুমি কোটি কোটি মানুষকে এই প্রাণীটির মাংসের স্বাদ নিতে দাওনি, দিচ্চ না, তাদের তৃষ্ণা তোমাকে ঘৃণা দেয়, আর সেই ঘৃণায় তুমি শুকর হবে। এবার মোহাম্মদের একটি প্রশ্ন, আমি শুকর খেতে কেন না করে ছিলাম? দেববাবু বললেন, শুকর জন্মায় একটু সবুজ ও পানি সল্লিকটস্থ এলাকায়। আরবেতো পানি ছিল না তাই সে কি করে তার জীবন ধারণ করবে। যা সেই সময় তোমাদের জন্য সহজ লভ্য ছিল না তা তুমি তোমার চালাকি দিয়ে সামথ্যবান মানুষকেও খেতে বারন করে দিয়েছিলে। এরপর দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, শোন বালক, মন দিয়ে শোন, শুকর শাবক যখন বৃদ্ধিতে থাকে তখন এক সময়

মায়ের পশ্চাদদেশে দাঁত মেরে দেখে তার দাতের পরিপঙ্কতা কত জানার জন্যে। এ বাস্তব। কিন্তু তুমি নিজেকে মহান প্রচার করতে গিয়ে চাওনি সেই কথা বিশ্বাস করতে। পাছে তোমার কেউ বদনাম করে। তুমি ভীতু ছিলে নিজেকে নিয়ে। কারণ তুমি সন্ত্রাসী ছিলে। তাই তোমার ভয় ছিল। এই কথা তুমি হাড়ে হাড়ে টের পাবে যখন তুমি মহিলা শুকর হবে, আর তোমারই শাবক তোমার পাচায় দাঁত মারবে। যেভাবে এখন মেরে চলেছে মুসলিমেরা। এবার মোহাম্মদ উৎসুক হয়ে জানতে চাইল, কি ভাবে মুসলিমেরা মায়ের পাছায় দাত মারছে? তখন দেব বাবু বললেন, বালক তুমি যখন তোমার ভুয়াবাজী প্রচার করতে থাকো তার পরে পৃথিবীতে আর তেমন কোন ধর্ম নামক মতবাদ যায়নি। তাছাড়া তুমি বলে এসেছো, তোমার মতামতই শেষ মতামত। তা হলে চিন্তা করে দেখো, তোমরা বা তোমার মতামত শিশু। আর যারা আদিকাল থেকেই কোন বিশ্বাসকে নিয়ে আসছে তাদেরকে তোমার জঙ্গী বাহিনী খুন করছে, যখম করছে। কাফের বলছে। চিন্তা করে দেখ এই আদিকালের বিশ্বাসীরাই তোমাদের মাতা পিতা। আর তোমরা তাদের সন্তান হয়ে শুকর শাবকের মত মায়ের ও বাপের পশ্চাদদেশে দাত মারছো।

এরপর আর দেব বাবুর আসরে আমার থাকা হয়নি বানিজ্যের কারণে। তারও কিছু কাল পরে একদিন স্বর্গের সীমানার বাইরে দাড়িয়ে একটু বাতাস খাচ্ছিলাম। দেখি নরকের দরজায় দাড়িয়ে এক প্রাণী। হাতে পলিথিনের ব্যাগ। মানে তার সামান্য কয়দিনের বসবাসের জন্য তোয়ালেপত্র। তাকে নরকেও ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না দেখে দাড়িয়ে দাড়িয়ে কাঁদছিল। কেঁদে কেঁদে বলছিল, কি যে পাপ করলাম মানুষ জীবনে, এখন শুকর হয়ে মতয়ে যাইতো বাচ্চা পশ্চাদদেশে দাঁত ফোঁটায়। শিকারী ও মালিক তীর মেরে ও কেটে কুটে বেচে। নরকে আসিতো ঢুকতে দেয় না। আবার পাঠায় শুকর হতে। দুঃখতো আর সহ্য হচ্ছে না। এই দেখে আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই সে ভেঁ করে আরো জোরে কেঁদে দিয়ে বলল আমি আপনার দোকানে কাজ করেছিলাম আপনার মনে নাই? আমি বললাম তোমার বেশভূসাতো অন্য রকম ছিল। এখনতো আরেক রকম তাই চিনতে পারিনাই। সেদিন তাকে সান্তনা দিয়ে চলে আসি। তার পরে পরে অনেক বার নরকের দরজায় টিঁ টিঁ শব্দে শুকরের গলায় কাঁদতে শুনেছি। কারণ একবার শুকর জীবন শেষ করেতো দেব বাবু তাকে আবার শুকর করেই পাঠায়। শুকর হয়ে জন্মাতে জন্মাতে তার সব কিছু শুকরের মতো হয়ে গিয়েছে। এই ভাবেই মোহাম্মদ শুকর হয়ে হয়েই এই পৃথিবীর শেষলগ্ন পর্যন্ত কাটাবে। দেব বাবু ক্ষমা করতে চাইলেও পারবেন না, কেননা কর্ম !! কর্মের ফল খন্ডানো যায় না। আম গাছে কাঠাল ধরে না। তারও অনেক পরে ছুটিতে মতয়ে আসি। এসে দেখি শুকরের কি অবস্থা। এর পর অনেক বার মতয়ে স্বর্গে দেদারছে জানি করেছি তার কি হিসাব আছে???

অনেক বড় গল্প বলে ফেললাম। কিন্তু কি করি। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু কাদিয়ানিরা বোধহয় এখনো ভুল করছে। তারা তাদের মসজিদটা বিক্রি করেদিয়ে কোন একটি বাড়ী কিনে নিয়ে সেখানে তাদের ধর্ম কর্ম করতে পারেন। আর আমাদের সাথে যোগ দিয়ে যোশ ওয়ালাদের মুখোশ খুলে দিতে সচেস্ট হলে অনেকটা সফল হবে। আমরাতো নিরিহ সংখ্যালঘু, তারাও এসে যদি আমাদের সাথে প্রতিবাদে নামে তবে সার পৃথিবী আরো ভালো করে জেনে যাবে যোশ ওয়ালাদের আসল চেহারার খবর।

কুদ্দুস খান, বাচার জন্য ধর্ম নয় বা ধর্মের জন্য বাচা নয়। **দুর্বল মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল ধর্ম**। আর সেই অশিক্ষিত দুর্বল হল **মুসলিম নামক প্রাণী** বা এই পৃথিবীর কলঙ্ক। সেই কাতারে যদি নিজেকে দাড়া করাতে পারেন তো মন্দ হয়না। ব্যবসা ভালো জমবে। নতুবা, আপনাদের আরো শক্ত হাতে কলম ধরা দরকার, নয়তো মুসলিম সমাজের জিয়া উদ্দিনেরা, সেতারারা, মাহফুজেরা চড়াও হয়ে সাধারণ মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলবে, আর আপনি আমি সাধারণ মানুষেরা হয় হতাশ করে দিন পার করবো।

কুদ্দুস খান একটি বাস্তব গল্প শুনুন, সুস্মিতা নামের এক মহিলাকে আমি ভালো ভাবে জানি। এই মহিলা তার মাসের আয়ের প্রায় সব টাকা তার অসহায় নিকট মানুষের পেছনে খরচ করে। আমার আর এক বন্ধু মহিলাকে জানি যে চির কুমারী। বিথী নাম তার। সে তার আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ তার অসহায় আত্মীয়ের পেছনে খরচ করে। তারা দুজনেই কখনো দুঃখ পায় কখনো খুশীতে আটখানা হয়ে যায়। মানুষের কল্যান করতে পারায়। তাদেরকে আপনি কোন পর্যায়ে নেবেন বলুন ?

ধর্ম যদি হয় মানুষের কল্যান, ধর্ম যদি হয় মানুষের ও প্রাণের প্রেমের সংজ্ঞা তবে বৌদ্ধ ধর্মের সাথে তুলনা করার মত কোন ধর্মের খোজ পেলে আমাকে বলবেন। যেখানে কর্মান্তর সেখানে আমি। আম গাছে কাঠাল আশা করলে সেখানে আমি নাই। খুনীর দলে আমি নই, প্রেমিকের দলেই আমি।

এবার লেখা শেষ করবো। ধর্ম মানুষের অ-প্রয়োজনীয় বিষয়। যা বাস্তব জীবনে কোন কাজে লাগে না। যে যত বেশী মানুষের/প্রাণীর উপকার করে সেই আসল মানুষ। চালাক ধূর্ত মোহাম্মদ তো শুয়র হয়েই বাকী পাপের ফল ভোগ করে যাচ্ছে। মনের চোখ খুলে দেখুন, টের পাবেন। নয়তো সে কি ভাবে মানুষকে বলে কাফের???

কুদ্দুস খান, স্বর্গে যাবার জন্য হা পিত্যেস করছেন। শুনুন। সেখানেও সুখ নাই। যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রাণের জন্ম নিবারন হচ্ছে। তাই, রক্ত পানের তৃষ্ণা ক্ষয় করুন। প্রাণের ও প্রাণীর প্রতি দয়াপরবশ হোন। তা হলে আর খুনের লোভ জাগবেনা। রক্তের লোভ হবে না। যত রক্ত তত সমস্যা। যত প্রেম তত সমাধান।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখি হোক, শান্তিতে থাকুক।

এটা বুদ্ধ বানী। আমার নয়। প্রাণের প্রেমিকের বানী। যে প্রাণ ও প্রাণীর কল্যানে মতবাদ তৈরী করে গেছেন। আমরাও পাশাপাশি থেকে, মানুষের কাছে থেকে, পৃথিবীর প্রাণীর কল্যান করে যেতে পারলে ক্ষতি কি?

১৪/১২/২০০৩